দৈনিক
ইত্তেফাক

29 JAN 2017

সখীপুরে ১২ শিক্ষকের স্থলে দুই শিক্ষক দিয়ে স্কুল চলছে

■ সখীপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

দু' বছর আগে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়া সখীপুর উপজেলার বিবিসি বর্ডার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান চলছে মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়ে। ওই বিদ্যালয়ে ১২ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও দুই বছরেও কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ফলে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা সদর থেকে ২৫ কি.মি. দূরে সীমান্তবর্তী বাজাইল গ্রামে বিবিসি বর্ডার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান। ২০১৩ সালে পিইডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়টি পর্যায়ক্রমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের কাজ শুরু হয়। ২০১৫ সালে বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরকার জানান, প্রাক-প্রাথমিকে (শিশু শ্রেণি) হাবিবুর রহমান নামে একজন শিক্ষক রয়েছেন। প্রাথমিক স্তরে কাগজ-কলমে তিনজন সহকারী শিক্ষক থাকলেও নাসরিন আক্তার নামে এক সহকারী শিক্ষক ১ জানুয়ারি ১৮ মাসের ডিপিএড প্রশিক্ষণে চলে গেছেন। ফলে প্রতিদিন ৪৮টি ক্লাস নেওয়ার দায়িত্ব পড়েছে দু'জন শিক্ষকের ওপর। তিনি আরও জানান, বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হলেও গত চার বছরে গণিত ও ইংরেজিসহ নতুন কোনো শিক্ষকই দেওয়া হয়নি। শিক্ষক সংকটের কারণে কখনো কখনো দুই-তিনটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এক কক্ষে নিয়ে পড়ানো হয়। আবার কখনো একজন শিক্ষককে একই সময়ে বিভিন্ন ক্লাসে গিয়ে পাঠদান করতে হয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল হক বলেন, ওই বিদ্যালয়ে একাধিকবার শিক্ষক পাঠানো হলেও উপজেলা শহর থেকে দূরে থাকায় শিক্ষকরা তদবির করে সুবিধাজনক বিদ্যালয়ে চলে গেছেন। তবে সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষকের চাহিদা পাঠানো হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আতাউর রহমান বলেন, খুব শিগ্গিই ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদায়ন করে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখার স্বাভাবিক পরিবেশ করা হবে।